জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৮ • ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪

Md. ISRAR ALAM
CEO of Carney Technologies Services

# ক্লাসের প্রতি মনোনিবেশ ও স্যারদের নির্দেশিকা মানতেই হবে, জানালেন আইটি বিশেষজ্ঞ ইসরার আলম

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি আমাদের বাস্তব জীবনে বড় ভূমিকা নেবে? জর্জ টেলিগ্রাফের সফটওয়্যার ডিপার্টমেন্টের গেস্ট লেকচারার মহম্মদ ইসরার আলমকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বিষয়টিকে এত সুন্দর করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাতে তাঁরা আপ্লুত।

টেকনোলজি ফর ম্যানকাইন্ড , মানুষের জন্য প্রযুক্তি, এই চিরাচরিত কথাটিকে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর সময় ইসরার আলম জানিয়ে দিয়েছেন, "প্রাচীনকালে মানুষের কাছে কম্পিউটার কিংবা ক্যালকুলেটর ছিল না। মানুষ পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে সেগুলিকে রপ্ত করেছিল। সবকিছুই অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়।"

পরবর্তীকালে সমাজ আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে, কাজের পরিধি বেড়েছে। সেই কারণেই মানুষ প্রযুক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। কারনি টেকনোলজি সার্ভিসের (Carney Technologies Services) সি.ই.ও এবং চিফ মেন্টর বলেছেন, "কম্পিউটার ও সফটওয়্যার প্রযুক্তি আলোর চেয়েও বেশি গতিতে উন্নতি করছে। তাই শিক্ষার্থীদের বলব, ক্লাসের প্রতি মনোনিবেশ না করলে, স্যারদের নির্দেশিকা অনুসরণ না করলে পিছিয়ে পড়বে তারা।"

এই দক্ষ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মনে করছেন, "এআই (Artificial Intelligence) এসে যাওয়ার পরে আমাদের সকলের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ এসে গিয়েছে। নিজেকে প্রতিনিয়ত আপডেট করতে না পারলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সমস্যা হয়ে যাবে। দশজন মানুষের কাজ করে দেবে একটা মেশিনই।" ইসরার আলম নিজে দিল্লিতে একটা সফটওয়্যার কোম্পানির ডিজিট্যাল শীর্ষ আধিকারিক ছিলেন। তিনি আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতেও নামী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে চিফ মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

তিনি নিজে ওয়েবসাইটের ডেভলপারও, ভাল বোঝেন ডিজিটাল মার্কেটিং। তাই দীর্ঘ দুই দশকের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জর্জ টেলিগ্রাফের শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে গিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কী করে কাজ করতে হয়।

এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের ধারণা, "আমাদের এখানেও চাকরি রয়েছে, কিন্তু দক্ষ কর্মীর অভাব সর্বত্রই। সবাইকে সবকিছু জানতে হবে, তার কোনও মানে নেই। কিন্তু যেটা জানো, সেটিকেই ভাল করে অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করো। দেখবে কাজের অভাব হবে না।" নামী কোম্পানির আধিকারিকের আরও বক্তব্য, "ভাল কাজ করতে চাই, এমন একটা বাসনাও নিজের মধ্যে লালন করতে হবে। প্রযুক্তি প্রত্যেক দিন আরও উন্নত হবে, সেটি আমাদের প্রকৃতিরই একটা নিয়ম। কিন্তু নিজের মধ্যে শেখার ইচ্ছে না থাকলে সেই শিক্ষার্থী, এমনকি কর্মীও একদিন একঘরে হয়ে যেতে বাধ্য।"